সংবাদ

তারিখ ... ৪.২.৮৬ ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৮ ...

বিশেষ সাক্ষাৎ

(১ম পাতার পর)

জনাব জাফর ২৮শে নভে[illegible] ঘটনার জন্য সরকারকেই দ[illegible] করেন। তিনি বলেন, ঐদি[illegible] ঘটনার সাথে সোভিয়েত দূতাবা[illegible] জড়িত করার চেষ্টা সরকারের এ[illegible] চাতুর্যপূর্ণ কৌশল ছাড়া [illegible] কিছুই নয়।

স্থায়ী গণতন্ত্র প্রসঙ্গে ইউপি[illegible] চেয়ারম্যান বলেন, বর্তমান আ[illegible] সামাজিক ব্যবস্থার আমূল প[illegible] বর্তনের মাধ্যমেই স্থায়ী গণ[illegible] প্রতিষ্ঠা হতে পারে।

বিভিন্ন প্রসঙ্গে সংবাদ প্র[illegible] গিবিব প্রশ্ন ও কাজী জাফর [illegible] মতের উত্তর নীচে দেয়া হলো।

প্রশ্ন: গণতন্ত্রে উত্তর[illegible] পথে প্রধান বাধা কোনটি [illegible] আপনি মনে করেন? এ [illegible] উত্তরণ কিভাবে সম্ভব?

উত্তর: গণতন্ত্র কোন নৈ[illegible] তিক বা এ্যাবষ্ট্রাক্ট ব্যাপার ন[illegible] বস্তুগত কারণেই এর উদ্ভব [illegible] বিকাশ। পুরাতন সামন্ত[illegible] সমাজের অবশেষসমূহের ধ্বং[illegible] মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদ তথা শি[illegible] বিকাশ ঘটে। এই বিকাশের [illegible] ধরেই গণতন্ত্র আসে। সু[illegible] তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা [illegible] আমাদের দেশে যেহেতু শিল্প [illegible] অত্যন্ত প্রাথমিক স্তরে রয়ে[illegible] সেহেতু গণতন্ত্রও দৃঢ় ভি[illegible] উপর দাঁড়াতে পারছে না। [illegible] দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছে সাম্রা[illegible] বাদ। আমলাতন্ত্রের কোন [illegible] অংশকে ব্যবহার করে চক্রান্ত [illegible] ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে [illegible] বার বার দুর্বল গণতান্ত্রিক ব্যব[illegible] চুরমার করে দিচ্ছে। এই [illegible] উত্তরণের জন্যে প্রথমে দর[illegible] জাতীয় অর্থনীতিতে বিদ্যমান [illegible] পুঁজি তথা আমলা-মুৎসুদ্দী [illegible] প্রভাবকে উৎপাটন করা, জনগ[illegible] সচেতনতা বৃদ্ধি করা। কে[illegible] এই মুৎসুদ্দী পুঁজিই আমলাত[illegible] শক্তি যোগায় এবং গণতন্ত্রকে [illegible] করে।

প্রশ্ন: বাংলাদেশে স্থায়ী [illegible] তন্ত্র কোন্ পথে আসতে পারে [illegible] আপনি মনে করেন?

বাংলাভাষা ব্যবহার

এডভোকেট এম, এ, মোতালেব

প্রচার করেছিলেন। উক্ত বিজ্ঞপ্তি কতটুকু আইনানুগ ছিল সে বিতর্কে অবতীর্ণ না হয়ে একটি কথা নিঃশংক চিত্তে বলা যায়, সে সময়ে অফিস-আদালতে বাংলা ভাষা ব্যবহারে আশাব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। বহুকাল পূর্ব হতেই সাব-অর্ডিনেট জজ আদালত ও মুন্সেফী আদালতসমূহে দেওয়ানী মোকদ্দমার বেশীর ভাগ আরজি, বর্ণনা, দরখাস্ত, এফিডেভিট ইত্যাদিতে বাংলা ভাষায়ই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচারের পর জেলা জজ আদালত ও অন্যান্য নিম্ন আদালতে সওয়াল-জওয়াবসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও বাংলা ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। ঐ সময় হতে বিভিন্ন ম্যাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফী আদালত বাংলা ভাষায় আদেশপত্রের আদেশ ও রায় প্রদান করতে আরম্ভ করেন। জেলা জজ আদালতসমূহে ঐ সময়ে বাংলা ভাষায় রায় প্রদান না করা হলেও আদেশপত্রের আদেশসমূহ বাংলা ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয় এবং আইনজীবিগণ ও তাদের বেশীর ভাগ মুসাবিদা বাংলা ভাষায় করতে শুরু করেন। সে সময়ে পরিভাষা ও সাঁটলিপি সংক্রান্ত অসুবিধাই আদালতে বাংলা ভাষা ব্যবহারের প্রধান বাধা হিসেবে দেখা দিয়েছিল। ঐ সকল সমস্যা সমাধানের উর্ধ্বে নয় এবং সংসারে বাধা-বিপত্তি আছে বলেই সবাই বিরাগী হয়ে যায় না। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, পরবর্তীকালে যে কারণেই হোক, আদালতে বাংলা ভাষা ব্যবহারের উৎসাহে ভাটা পড়েছে ও আমরা ইংরেজী ভাষা ব্যবহারের দিকে ঝুঁকে পড়েছি।

এদেশে বহুকাল ফারসী ও ইংরেজী রাজ ভাষা থাকায় আইন বিষয়ক পরিভাষা রচনার কার্যটি সহজসাধ্য নয়। পরিভাষা প্রণয়নের জন্য বিশিষ্ট ভাষাবিদ, অভিজ্ঞ আইনজীবী ও বিচারকবৃন্দ সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা অবশ্য কর্তব্য বলে আমরা মনে করি। আইন আদালতের পরিভাষা সংক্রান্ত দু'একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ আমি পাঠ করেছি এবং অত্যন্ত দুঃখের সংগে লক্ষ্য করেছি যে, বহুকাল ধরে আদালত, আইনজীবী ও জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত সহজ শব্দ বাদ দিয়ে বহু অপ্রচলিত উদ্ভট শব্দ পরিভাষায় স্থান পেয়েছে। "এজাহার শব্দটি" বহুকাল পূর্ব হতে এদেশের আদালতে ও জনসাধারণের মধ্যে বহুল প্রচলিত ও অতি পরিচিত শব্দ। কিন্তু ইংরেজী ফার্ষ্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট-এর বাংলা অনুবাদ করে 'এজাহারের' নামকরণ করা হয়েছে 'প্রাথমিক তথ্য বিবরণী' এদেশের বিচারক আইনজীবী, কৃষক-শ্রমিক, দারোগা, পুলিশ, চেয়ারম্যান-মেম্বার, চৌকিদার-দফাদারসহ তাবৎ চোর-চোট্টা, ঠক-জোচ্চোর, বজ্জাত-জালিয়াত, পাজি-বদমাইশ এক কথায় সকলের নিকটই 'ফার্ষ্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট' নামক বস্তুটি 'এজাহার' নামেই সুপরিচিত। কোদালকে খনিত্র নাম দিয়ে অহেতুক সমস্যা সৃষ্টি করে কোন লাভ নেই। আমি ভাষাবিদ নই। একজন আইনজীবী হিসাবে আমার খোলাখুলি বক্তব্য, বহুযুগ ধরে যে সকল আরবী, ফারসী, ইংরেজী ইত্যাদি শব্দ আমাদের আদালতে ব্যবহার হয়ে অতি পরিচিত হয়ে ওঠেছে এবং বাংলা ভাষার সংগে মিশে গিয়ে আমাদের শব্দ ভাণ্ডার ঐশ্বর্যপূর্ণ করেছে, সে সকল শব্দকে পরিহার করা সংগত নয়। আমাদের মাতৃভাষার পাকস্থলী এত দুর্বল বলে ভাববার কোন কারণ নেই। বিদেশী ভাষার শব্দ গলাধঃকরণ করে কোন ভাষাই অজীর্ণ অগ্নিমান্দ্যে আক্রান্ত হয় না বরং সবল হয়। যাক এসব কথা বিদগ্ধজনের জন্য মুলতবি থাক। যে সকল শব্দ আমাদের আদালতে বহুকাল হতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, তার মধ্যে আপিল, সেরেস্তাদার, রীট, এজলাশ, নাজির, নেজরত, মহাফেজখানা, পেশকার, বেকসুর খালাস, জামিন, তলব, তলবনামা, নথিপত্র, রিভিশন, এখতিয়ার, দাখিল, জারি, নকলনবিশ, সোলে, সোলেনামা, রফা, রফানামা, আরজি হাজিরা, সওয়াল, জওয়াব, হাজত, মুন্সীখানা, নামজারি, এজাহার, সুরতহাল, আলামত, ছানি, কলমজাদা, জাবেদা, জিম্মা, জিম্মাদার, কোর্ট ফি, রেহেন, রসুম, রোকা, লপ্তওয়ারী, কছুরওয়ারী, খারিজ, ফিরিস্তি, ইশতেফা, হাওলা, তায়দাদ, তফসিল, মুসাবিদা, রাহাজানি রাহাখরচ, রুজু রেয়াত, নাটবন্দী, এওয়াজ প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করা যেতে পারে। আমাদের দেশের বর্তমানকালের আইনজীবী ও বিচারকগণ সকলেই ইংরেজী ভাষায় আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। দেশের সকল আইন ইংরেজীতে প্রণীত হওয়ায় এবং নজিরের সকল গ্রন্থ ইংরেজীতে থাকায় আমরা সকলেই ইংরেজী ভাষা ব্যবহারেই অভ্যস্ত। ভাবাবেগে আপ্লুত না হয়ে বিবেচনা করলে দেখা যাবে, কিছু ব্যতিক্রমধর্মী উদাহরণ ব্যতীত আমরা আইনজগতের সংগে জড়িত ব্যক্তিগণ স্বাভাবিক কারণেই বাংলা ভাষায় বিশেষ বিশেষ পারদর্শী নই। কিন্তু সে কারণে আদালতে বাংলা ভাষা ব্যবহারে বিলম্ব করা অনুচিত। প্রথম দিকে আমাদের অসুবিধা হওয়া স্বাভাবিক। এই অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে হবে এবং এ জন্যে আইনজীবী, বিচারক ও আদালতের কর্মচারিগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। আদালতে বাংলা ভাষা প্রচলনের জন্য কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আশু প্রয়োজন। যথা (ক) আদালতে বাংলা ভাষা ব্যবহারের আইনগত বাধা অপসারণ করতে হবে, (খ) বাংলা ভাষায় আইন প্রণয়ন করতে হবে ও অতীতে প্রণীত সকল আইন বাংলায় অনুবাদ করতে হবে, (গ) ভাষাবিদ, আইনজীবী ও বিচারকবৃন্দ সমন্বয়ে পরিভাষা কমিটি গঠন করতে হবে এবং (ঘ) মুদ্রাক্ষরিক ও সাঁটলিপিকার সংক্রান্ত অসুবিধা দূর করতে হবে।